চীনে পোকার কামড়ে নতুন ভাইরাস : ৭ জনের মৃত্যু, সংক্রামিত ৬০

উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস সামলাতে গোটা দুনিয়া হিমশিম খাচ্ছে। এরই মধ্যে সাত লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এক কোটি ৮০ লাখের উপর আক্রান্ত। এর মধ্যে আবার নতুন ভাইরাসের উৎপাত শুরু হয়েছে চীনে। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, বিশেষ এক ধরনের রক্তচোষা পোকার কামড় থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের সংক্রমণ। চীনের নতুন এই ভাইরাসে এরই মধ্যে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংক্রামিতের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়েছে।

চীনের গ্লোবাল টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশ এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনের শরীরে নয়া SFTS ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই ভাইরাসের কমন লক্ষণের মধ্যে রয়েছে জ্বর, সর্দিকাশি, সেইসঙ্গে লিউকোসাইটের সংখ্যা হ্রাস। যাকে একসঙ্গে বলা হচ্ছে SFTS। অন্য দিকে, পূর্ব চীনের আনহুই প্রদেশও আরও ২৩ জন নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত। কোভিড ভাইরাসের মতো নয়া SFTS ভাইরাস প্রাণঘাতী কি না, তা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে। তবে, কোভিড থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার আর গাছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে না চীন। বিশেষত, সাত জনের প্রাণহানির উপর।

জিয়াংসু প্রদেশের রাজধানী নানজিংয়ের এক আক্রান্ত নারী জ্বর-সর্দির মতো সাধারণ উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। জ্বর না-কমায় চিকিৎসকেরা রক্তপরীক্ষা করাতে দেন। দেখা যায় লিউকোসাইট কমে গিয়েছে। প্লেটলেটের সংখ্যাও স্বাভাবিকের তুলনায় কম। হাসপাতালে রেখে এক মাসের উপর চিকিৎসা চলে। তার পরেই নারী সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে, জানা যায় নারী নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত।

গ্লোবাল টাইমসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আনহুই ও জিয়াংসু প্রদেশে নয়া ভাইরাসের সংক্রমণে সাত জন এ পর্যন্ত মারা গেছেন। যদি চীনের ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, SFTS ভাইরাস (SFTS Virus) আদতে নতুন ভাইরাস নয়। ২০১১ সালেই এই ভাইরাসের প্যাথোজেনকে পৃথক করা হয়। এটি বুনিয়াভাইরাস (Bunyavirus)-এর ক্যাটেগরিতে পড়ছে।

ভাইরোলজিস্টদের ধারণা, বিশের একধরনের রক্তচোষা পোকার কামড়

থেকেই মানুষের শরীরে এই ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছে। তবে, মানুষ থেকে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা তাঁরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। রক্ত বা মিউকাস থেকে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলে সতর্ক করেছেন চীনের ঝিজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসক শেং জিফাং।

চিকিত্‌সকেরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, পোকার দংশনই হল প্রধান সংক্রমণ রুট। তাই একটু সাবধানে থাকতে হবে। তবে, এই ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, এটি বলে। তবে, এই বুনিয়াভাইরাস নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হয়ে পড়ার মতো কিছু ঘটেনি।

সূত্র : এই সময়।

মেহেরপুর দুই সাবেক ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন ও সদর থানার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আনন্দর নামে আদালাতে মামলা ও সদর থানায় এজহার করেছে খোকন নামে এক ব্যক্তি। অজ্ঞাতনামা রয়েছে ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে।

বুধবার দুপুরে এ মামলা করা হয়েছে মেহেরপুর আদালাতে। মামলা নং ১৯৯/২০। মামলা তদন্তের জন্য জেলা গোয়েন্দা পুলিশের(ডিবি) কাছে দিয়েছে আদালত। লিজন আমদাহ ইউপি চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামের ছেলে। আনন্দ শহরের গোরস্থান পাড়ার আব্দুল বারি ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলা আশরাফপুর গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমান হবির ছেলে খোকন কে মারপিট করেছে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন ও সদর থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আনন্দ।

গত ১ আগস্ট ঈদের দিন বিকালে আশরাফপুর গ্রামের সোহাগ ও আশরাফুল নামে দুই যুবক সজিবকে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে জখম করলে মেহেরপুর

জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

গ্রামের ছেলে হিসেবে সজীবকে হাসপাতালে দেখতে যায় খোকনসহ কয়েকজন। পরে লিজন ও আনন্দ সহ অজ্ঞাতনামা ৬/৭ জন হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে খোকনকে বলে এই তোরা এখানে কি করতে এসেছিস এই বলে হত্যার করার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ী মারপিট করে খোকনকে। পরে পুলিশ গেলে জখম করে তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় হত্যার হুমকি দিয়ে বলে পরে দেখে নেব।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল করোনা মুক্ত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি হাজী মোঃ গোলাম রসুল করোনা মুক্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে করোনা ভাইরাস ফলোআপ নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গত ১৭ জুলাই করোনা ভাইরাস সন্দেহে সোয়াব পরীক্ষার জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুলের নমুনা পাঠানো হয়েছিল। ওই নমুনা তে তার পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

১৫ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর রিপোর্ট ২ সপ্তাহ পর আবার নমুনা পাঠানো হয়েছিল । এতে এবার তার নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

বর্তমানে গোলাম রসুল সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে তিনি জানান।

কোটচাঁদপুরে পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানাধীন উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের লক্ষিপুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১২টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় দোড়া ইউনিয়ন কার্যালয় মিলনায়তনে জনমত জরিপের এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, জেলা পরিষদ সদস্য শামীম আরা হ্যাপী।

এক সময়ের সন্ত্রাসী কবলিত এলাকা বলে খ্যাত উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের লক্ষিপুর বাজার সংলগ্ন নির্দিষ্ঠ স্থানে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। বর্তমান সময়ে এই জনপদের মানুষের দাবী সন্ত্রাস ও মাদক নিমূল এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অস্থায়ী এই পুলিশ ক্যাম্পকে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প হিসাবে ঘোষণা করা। এই জন্য সংশ্লিষ্ঠ ঊদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন জনপ্রতিনিধি সহ এই এলাকার সাধারণ মানুষ ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দীন, ক্যাম্প ইনচার্জ শুকুর আলী, থানার উপ-পরিদর্শক এস.আই আব্দুল মান্নান, এস.আই তৌফিক, এস.আই জাহিরুল, বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ মহাসিন আলী বকুল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ইউপি সদস্য মইদুল ইসলাম, ইউপি সদস্য মিলন, ইউপি সদস্য ইদ্রিস আলী, সংরক্ষিত নারী ইউপি সদস্য আইশা খাতুন সহ স্থানীয় জনসাধারণ।

কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ৫ আগস্ট বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা সাহেবনগর এলাকায় বন্যার পানিতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা সেলিনা খাতুন (৩০) ও তার ছেলে সিয়াম
(১১) এর মৃত্যু হয়েছে।

এ সময় সেলিনার বাবা রসুল মন্ডল (৬২) ও সেলিনার ছোট ছেলে সাগর
(৯) সাঁতরিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে ৪জন পদ্মার চরের তালতলা ঘাট থেকে সোনাতলা সাহেবনগর এলাকা যাওয়ার সময় সাহেবনগরের নিকট মহাবুল বিশ্বাসের বাগানের কাছে ডিঙি নৌকাটি উল্টে পানিতে ডুবে যায়।

এ সময় রসুল মন্ডল ও সাগর সাতরিয়ে কিনারে উঠলেও পানিতে ডুবে মারা যায় সেলিনা খাতুন ও তার ছেলে সিয়াম। পরে স্থানীয়রা তাদের লাশ উদ্ধার করে।

পদ্মা নদীতে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ফলে চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এখন ডিঙি নৌকা। ডিঙি নৌকায় চড়ে পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুরে নতুন রুপে রনি

রেস্তোরাঁর যাত্রা শুরু

মেহেরপুর নিমতলা বাসস্ট্যান্ডে নতুন রুপে রনি রেস্তোরাঁর যাত্রা শুরু হলো।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর হোটেল বাজারে রনি রেস্তোরাঁ ভিতরে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন করে।

এ সময় রনি রেস্তোরাঁর মালিক জীবন বলেন আমরা প্রথম থেকেই সততার সাথে ব্যবসা করে আসছি। আসা করি করে যাবো। সব সময় আমাদের চেষ্টা থাকবে আমরা যেনো আপনাদের সেবাটা ঠিক ভাবে দিতে পারি।

এখানে উন্নত মানের খাবার পরিবারের সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে পারবেন।

গাংনী হাসপাতালে সংক্রমণ ঠেকাতে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি কর্তৃপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের ডাক্তার,নার্স সহ ৬জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ায় আশঙ্কায় হাসপাতালে কর্মরত ও সেবা নিতে আসা রুগী ও তার স্বজনরা পড়েছে বিপাকে। এছাড়া গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের স্বামী আবু শামা ও মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর স্বামী অশোক চদ্র বিশ্বাস করোনা পজেটিভ।

হাসপাতাল থেকে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন বলে ধারনা তাদের। ইতোমধ্যে মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন।

আক্রান্তরা হলেন,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম,আবাসিক মেড্যিাকল অফিসার ডা: সাদিয়া

সুলতানা,ডা: হামিদুল ইসলাম,সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুন,উপসহকারী কমিউনিটি মেড্যিাকল অফিসার তানভীর আহমেদ ও অফিস সহকারী আসাদুজ্জামান লিটন। এর মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম সুস্থ হয়েছেন।

আক্রান্ত কয়েকজন ডাক্তার জানান,করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা নেয়ার ৫দিন পর ফলাফল পাওয়া গেছে। ঐ ৫দিন হাসপাতালের ইনডোর আউটডোরে রুগী দেখেছেন তারা। তাদের কাছ থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশংখা করছেন স্থানীয়রা। এদিকে গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করলেও ফলাফল পেতে কয়েকদিন সময় লেগেছে এর মধ্যে সে হাসপাতালের দুটি ওয়ার্ডেই কর্মরত ছিলো। তার কাছ থেকে অন্যান্য রুগী ও তার স্বজন ছাড়াও সহকার্মীরা সংক্রামিত হতে পারে বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে করোনা পজেটিভ ডাক্তার নার্স ও অফিস সহকারীর সংস্পর্শ আসা হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের হোমকোয়ারেন্টাই না করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন তার স্বজনরা। আক্রান্তদের কাছ থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়তে পারে এ জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন, তিনি বলেন হাসপাতাল তো বন্ধ রাখা যাবেনা। সিমাবদ্ধার মধ্যেও সেবা দিতে হবে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য: গাংনী উপজেলায় মোট করোনা আক্রান্ত ৮৬,সুস্থ ৪০ ও মৃত্যু ৩ জন।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় করোনাভাইরাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার পৌর শহরের বিভিন্ন মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি।

অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে বুধবারে এরকম ২৪ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন থানার এসআই সুফল।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী নেতৃত্বে পৌর শহরে অটোচালক, মোটরসাইকেল চালক ও ভ্যান চালকরা স্বাস্থ্যবিধি না মানায় তাদের বেশকিছু বাহনকে জব্দ করে থানায় আটক রাখা হয়।

মাদক সেবনরত অবস্থায় দুই যুবক আটক: ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ চিৎলাগ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদকসেবনরত অবস্থায় দুই যুবক কে আটক করেছে। আটককৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে আকাশ (২২),আশাদুল হকের ছেলে তুষার (২৩)।

গতকাল বিকেল ৩টার দিকে তাদের কে চিৎলা গ্রামের স্বপনের বাড়ি থেকে মাদক সেবনের অপরাধে আটক করে পুলিশ। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। আদালত আটককৃতদের কে মাদক সেবনের অপরাধে ১০হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়,গত শুক্রবার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদার চিৎলা গ্রামের

মোড়পাড়ার স্বপনের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

এ সময় স্বপনের বসত ঘর থেকে মাদক সেবনের অপরাধে আকাশ ও তুষার নামের দু’যুবক কে আটক করে।

আটকের পর দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিউদ্দিন কে বিষয়টি অবগত করে পুলিশ। নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালতের বিচারক নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিউদ্দিন মাদক সেবনের আপরাধে দুই মাদক সেবীকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮সালের ৩৬এর সারণির ৫ধারায় উভয় কে জনসম্মুখে ৫হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। অর্পিত জরিমানার টাকা নগদে পরিষোধ করে মুক্তি পাই।

আদালত পরিচালনা কার্যে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শেখ তৌহিদুর রহমান,এএসআই হারুন, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসের পেশকার জিহন আলি,অফিস সহকারি রফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও এ সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ চিৎলা গ্রামের প্রায় ২শতাধীক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় চিহিৃত মাদক সম্রাট রশিদা সহ আটক-২ : মাদক উদ্ধার

“মাদক ছাড়, নাই এলাকা ছাড়” এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা এলাকাকে মাদক মুক্ত করার জন্য মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে দর্শনা থানা পুলিশ ।

দফায় দফায় মাদক বিরোধী অভিযানে মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেই সাথে আটক হচ্ছে মাদক ব্যবসায়ী। উদ্ধার করা হচ্ছে মাদক। দর্শনা থানা ইনচার্জ ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজল এর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আটক করা হয়েছে এলাকার চিহ্নিত বেশ কিছু মাদক

কারবারীকে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে দর্শনা থানার ইনচার্জ ওসি মাহাব্বুর রহমানের নেতৃত্বে ওসি (তদন্ত) শেখ মাহাবুবুর রহমান, এসআই জাকির হোসেন, এস আই সাইফুল , এএসআই শফিকুর রহমান শফি, এএসআই শাহিন কনঃ কাজল রেখা সহ সঙ্গীয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিক্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ায়।

এ সময় এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বহু মাদক মামলার আসামি রবিউল এর স্ত্রী রশিদা খাতুনকে(৪৬) আটক করে, তার দেহ তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয় ৬১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট এবং বসতঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ২ কেজি গাঁজা।

এদিকে একই দিন সকাল ৯ ঘটিকার সময় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রতাবপুর থেকে ৪ কেজি গাঁজা সহ মিরাজ আলী (১৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশ।

সে দামুড়হুদা থানার শুবুলপুর গ্রামের মহসীন আলীর ছেলে। আটককৃতর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মমলা রুজু করা হয়েছে জানিয়েছে পুলিশ